মানবিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন (World Humanitarian Summit-WHS): ফলাফল এবং অগ্রাধিকারসমূহ

২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী মানুষের দুর্ভোগ, দুর্দশা আর অসহায়ত্ব বর্তমান সময়ের মতো কখনই হয়নি। বর্তমানে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা আর সুরক্ষা চাহিদা রয়েছে। এমন একটা অবস্থায় এসব অসহায় মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ থেকে ২০১৬ সালে ২৩-২৪ মে তুরস্কের ইস্তানবুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানবিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত ১ম বিশ্ব সম্মেলন। ১৭৩টি দেশের প্রায় ৯০০০ অংশগ্রহণকারী এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে ৫৫ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থা, ব্যাংক, ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি খাত প্রতিনিধি এবং সিভিল সোসাইটি ও এনজিও'র কয়েক হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘের গত ৭০ বছরের ইতিহাসে নানা সেক্টরের এমন সমারোহ আর দেখা যায়নি। চুড়ান্ত সম্মেলনের পুর্বে তিন বছর ধরে চলা এই প্রক্রিয়ায় একেবারে তৃনমূল থেকে শুরু করে মূল সম্মেলন পর্যন্ত আরো প্রায় ২৩০০০ লোক বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং মতামত দিয়েছে।

এই সম্মেলনের উদ্দ্যেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব বানকি মুন তার "One humanity: shared responsibility" প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কষ্ট এবং দুর্দশা লাঘব করাকে সকলের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন একটি সময়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন সশস্ত্র সংঘাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও বৈষম্যজনিত চরম দরিদ্র্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা সব মিলিয়ে সংকট নিপতিত অসহায় মানুষের জন্য মানবিক চাহিদা পুরণকে অসম্ভব করে তুলেছে। এই সম্মেলন থেকে সকলে মিলে সুনির্দিষ্ট কিছু অঙ্গিকার আর পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অসীম মানবিক চাহিদা পুরণের দায়িত্ব সামর্থ্য অনুযায়ী ভাগ করে নেওয়ার অঙ্গিকার করেছেন। যেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রধান ভূমিকা পালন করার অঙ্গিকার করেছেন। একই সাথে ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি খাত এবং বিশেষ করে সুশীল সমাজের ভূমিকাকে এবং তাদের কাজের ক্ষেত্র তৈরি করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকে অন্যতম অঙ্গিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা "Agenda for Humanity" বা মানবিকতার সনদ শিরোনামে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানসহ সকলে স্বাগত জানিয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে স্বীকার করা হয়েছে। মানবিকতার সনদ বা "Agenda for Humanity" এই সম্মেলনের প্রধান ফলাফল হিসেবে জাতিসংঘের ৭১ তম অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে।

এই সনদে মূল পাঁচটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্বগুলি পালনের ফলে বিশ্বব্যাপী অসহায় মানুষের দুর্ভোগ কমিয়ে আনা, ঝুঁকি হ্রাস এবং অসহায়ত্ব কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিশ্চিত হবে। পাঁচটি মূল দায়িত্বের বিপরীতে মোট ২৪ টি পরিবর্তন চিহ্নিত করা হয়েছে।

WORLD HUMANITARIAN SUMMIT

মূল দায়িত্ব ১

যুদ্ধ-সংঘাত প্রতিরোধ ও অবসান করা (Prevent and end conflicts)

এখানে রাজনৈতিক সমাধান, ঐক্য এবং স্থায়িত্বশীল নেতৃত্বে এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে চারটি পরিবর্তন এর অঙ্গিকার করা হয়েছে:

১.১ যুদ্ধ-সংঘাত বন্ধ করতে এবং থামাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১.২ যুদ্ধ পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ার পুর্বেই সমস্যা সমাধানে দ্রুত কাজ করতে হবে।

১.৩ শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এবং রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা বজায় রাখতে হবে।

১.৪ স্থায়ী শান্তি স্থাপনে নারী, পুরুষ, যুব সমাজসহ সকল স্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

মূল দায়িত্ব ২

যুদ্ধ আইন মেনে চলা (Respect Rules of War)

এখানে মূলত সাধারণ জনগণের জান মালের নিরাপত্তা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ যাতে না হয় যে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যুদ্ধরত অবস্থায় যেসকল আন্তর্জাতিক আইন-কানুন রয়েছে সেগুলিকে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।

২.১ যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের সহায় সম্পদ রক্ষার করতে হবে।
২.২ যুদ্ধকালীন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল মানুষের নিকট চিকিৎসা সহায়তা এবং মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

২.৩ যে কোন পরিস্থিতিতে কোন পক্ষ যুদ্ধ আইন মেনে না চললে তা আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘসহ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সংস্থাকে কথা বলতে হবে।

২.৪ যুদ্ধরত পক্ষসমূহকে মানবাধিকারসহ অন্যান্য আইন-কানুন মেনে চলতে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদসহ অন্যান্য সংস্থাসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২.৫ মনবতা রক্ষার জন্য যেসকল আইন-কানুন রয়েছে সেগুলি বজায় রাখতে সুশীল সমাজসহ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে প্রচারণা চালাতে হবে, এবং এর বিরুদ্ধে সকল পক্ষকে একতাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মূল দায়িত্ব ৩

কাউকে বাদ দেওয়া নয় (Leave No One Behind)

এখানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০-এ কাউকে বাদ না দেওয়ার যে অঙ্গিকার করা হয়েছে তা স্মরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুর্যোগ, সংঘাত, অসহায়ত্ব এবং ঝুঁকিতে নিপতিত জনগণ এবং অন্যান্য কারণে যারা উন্নয়নের বাইরে রয়েছে, সবার নিকট পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে।

৩.১ দেশের ভিতর বা আন্তর্জাতিক স্থানচ্যুত বা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা, সম্মানের সহিত বেঁচে থাকা এবং তারা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেজন্য যথাযথ সহায়তা করতে হবে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের সহায় সম্পদ রক্ষা করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ৫০% স্থানান্তরিত মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে দেশের বাইরে বা দেশের ভিতর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে যারা স্থানান্তরিত হয়েছে তাদেরকে এই সহায়তায় আনার কথা বলা হয়েছে।

৩.২ স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্ব কমানোর জন্য নিয়মিত অধিক আইনগত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। মানব পাচার বন্ধে রাষ্ট্রসমূহকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে এবং মানব পাচারের শিকার যারা তাদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৩ ২০২৪ সালের মধ্যে রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। সকল রাষ্ট্রকে "I Belong" প্রচারণায় সাড়া দিতে হবে এবং এর ধারাসমূহ মেনে চলতে হবে।

৩.৪ নারী এবং মেয়ে শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সকল পর্যায়ে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করাসহ লিঙ্গীয় অসমতা ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে হবে, এবং মানবিক সহায়তায় তাদের অভিগম্যতার পথ করে দিতে হবে।

৩.৫ দুর্যোগ ও সংকটে নিপতিত শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান শিক্ষা বৈষম্য দূর করতে হবে। তাদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা হতে হবে নিরাপদ এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রকে স্থানান্তরিত মানুষের জন্যও শিক্ষা সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৭ কিশোর কিশোরী ও যুব নারী-পুরুষের ইতিবাচক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগ ও সংকটকালীন সময় জাতীয়, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া এবং অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কাজে যুক্ত হওয়ার পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.৮ দুর্যোগ ও সংকটকালীন অবস্থায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘু জন সাধারণের জন্য বিশেষ সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসহ সর্বাপেক্ষায় অসহায় ও প্রান্তিক জনসাধারণ বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধিদের চিহ্নিত করতে হবে এবং সহায়তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের অধিকারকে সমুন্নত রাখতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

মূল দায়িত্ব ৪

ত্রাণ সহায়তার সংস্কৃতি থেকে মানুষকে চাহিদা পূরণের সংস্কৃতিতে নিয়ে আসা (Change People's lives: from delivering aid to ending need)

চাহিদা পূরণের জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ঘাটতিসমূহ পুরণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে বলা হয়েছে।

৪.১ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত দুর্যোগ ও সংকটগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অসহায়ত্ব থেকে উত্তরণের জন্য তাদেরকে মূল চালিকা শক্তিতে রূপান্তরিত করা। একই সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে মানবিক ও উন্নয়র কর্মকাণ্ডে যুক্ত করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিৎ স্থানীয় সক্ষমতা ও নেতৃত্বকে গুরুত্ব দেওয়া। তাদের উচিৎ হবে না স্থানীয় সক্ষমতার বা নেতৃত্বের সমান্তরাল এমন কোন কাঠামো বা ব্যবস্থা তৈরি করা, যা স্থানীয় সক্ষমতা ও নেতৃত্বকে খাটো করে।

৪.২ দুর্যোগ বা সংঘাতের ঝুঁকিতে আছে এমন দেশগুলিতে সাধারণ সময়ে স্থানীয় সক্ষমতা শক্তিশালীকরণে কর্মকাণ্ড গ্রহণ

ও বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এইরূপ দেশসমূহের ঝুঁকি ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং দুর্যোগ বা সংকটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার জন্য পূর্বেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪.৩ মানবিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভেদ এড়িয়ে সম্মিলিত বা যৌথ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। গতানুগতিক ধারায় কাজ করলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জন সম্ভব হবে না। দরকার দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মিলিত কাজ। যেখানে টেকসই উন্নয়ন মানুষের যে কোন ধরনের মানবিক ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে।

মূল দায়িত্ব ৫

মানবিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ (Invest in humanity)

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব কমিয়ে আনতে এবং দুর্দশা কাটিয়ে তাদের সক্ষমতা তৈরিতে আমরা সম্মিলিত যে দায়িত্ব নিয়েছি তা পূরণ করতে দরকার রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক বিনিয়োগ। এই মূল দায়িত্বে সে কথাই বলা হয়েছে।

৫.১ স্থানীয় সক্ষমতায় বিনিয়োগ করতে হবে। কারণ স্থানীয়রাই জানে একটি সমাজের প্রকৃত ঝুঁকি কী এবং তাদের জন্য অগ্রাধিকার কী। দুর্যোগ প্রতিরোধ, সাড়া প্রদান এবং উদ্ধার কাজে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাসম্ভব সরাসরি এবং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৫.২ ঝুঁকির ধরন বুঝে বিনিয়োগ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিৎ দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অধিক বিনিয়োগ করা। টেকসই উন্নয়নের জন্য ঝুঁকি অনুযায়ী জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বিনিয়োগ হওয়া উচিত। সেন্দাই কর্মকাঠামোর (Sendai Framework) অঙ্গিকার পূরণে অসহায়ত্ব ও ঝুঁকিতে থাকা দেশসমূহের ঝুঁকি ও অসহায়ত্ব কমিয়ে আনা এবং জলবায়ু জনিত নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে সেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা উচিত।

৫.৩ দুর্বল বা ভঙ্গুর দশা থেকে স্থায়ী উত্তরণের জন্য বিনিয়োগ করা উচিৎ। স্থানীয় ও জাতীয় যেসকল প্রতিষ্ঠান দুর্যোগ সংকুল মানুষের জন্য একান্তভাবে কাজ করে সেকল প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে অবশ্যই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে, এবং এই বিনিয়োগ স্থায়িত্বশীল হতে হবে।

৫.৪ স্বল্পকালীন প্রকল্প বরাদ্ধ ও বাস্তবায়ন চর্চা থেকে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কেন্দ্রিক বিনিয়োগের দিকে যেতে হবে, যাতে করে সংকটগ্রস্ত মানুষের প্রকৃত অসহায়ত্ব দূর হয় এবং তাদের চাহিদা পুরণ হয়। অর্থ বরাদ্ধ হতে হবে নমনীয়, আনুমানিক এবং কয়েক বছরের জন্য। এতে করে স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে যারা এই অর্থ নিয়ে কাজ করছে তারা দুর্যোগ বা সংঘাত প্রতিরোধে ও ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে স্থায়ী ফলাফল অর্জনে কাজ করতে পারবে।

৫.৫ মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহের উৎস বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে এই অর্থ-সম্পদ স্বচ্ছতা ও মিতব্যায়িতার সাথে এবং কার্যকরভাবে খরচ করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: কোস্ট ট্রাস্ট/ ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
শওকত আলী টুটুল (মোবাইল: ০১৭১৩১৪৪১৭৭), মো. মজিবুল হক মনির (মোবাইল ০১৭১৩৩৬৭৪৩৮)
www.equitybd.net , www.coastbd.net